১৯৭৬ এর মন মাতানো

টুসু-সঙ্গীত

রচয়িতা- শ্রীপরমেশ্বর মাহাতো

(সালুইডহর)

ও

শ্রীগতি মাহাতো

সহায়িতা - শ্রীবাদল চন্দ্র রক্ষিত

শ্রীকাজল কুমার কুণ্ডু

প্রকাশিতা—শ্রীভবতোষ মাঝি

শ্রীঘাষিরাম মাহাতো

শ্রীতরণী সেন মাহাতো

শ্রীসুভাষ চন্দ্র কালিন্দী

সংশোধিতা—শ্রীশম্ভুনাথ মাহাতো.

মেটালা

পোঃ—হেঁসলা, জেলা - পুরুলিয়া

মূল্য—৩০ পয়সা

পুরুলিয়া প্রেস, পুরুলিয়া। ফোন : ৮৩৫

সরস্বতী বন্দনা

রং। নমঃ নমঃ মা বীনাপানি।
তুমি মাগো জগৎ জননী ॥

ক] তুমি মাতা হংসরুঢ়া তুমি জগৎ তারিণী।
তুমি মাতা শিব সূতা গোলকের বাসিনী ॥

খ] তুমি মাতা বাক্যদাতা তুমি মা সুহাসিনী।
জ্ঞানের আলো দাও মা আমায় দাওমা চরণ দুখানি ॥

গ] বীণার সুর দিয়ে মাগো মুখর কর সঙ্গিতখানি।
তোর মহিমার নাই মা সীমা ওগো মা বীণাপানি ॥

ঘ] না জানি মা ভজন সাধন দয়াকর জননী।
পরমেশ্বর অতি মূঢ়মতি দাওমা চরণ দুখানি ॥

[২]

টুসু বন্দনা

রং। আয় টুসু ধন ডাকি মা বলে
আমরা পূজব গো সবাই মিলে।

ক] বারে বারে ডাকি তোমায় আমরা মাগো সকলে।
পূজব তোমার রাঙ্গা চরণ লালজবা ফুল কমলে ॥

খ] কৃপা করে এস মাগো এসমা ভূ-মণ্ডলে।
তুমি না আসিলে মাগো যায় গো সকল বিফলে ॥

গ] ভক্তি ভরে পূজব তোমায় থাকব মা চরণতলে।
অধম গতি বলে এসমা মোদের কোলে ॥

[৩]

পরদেশীয়া তুঁইরে কে বঠিশ।
কেন চোখ দুটা মিটিক মারিশ ॥

ক] অনেক দিন না দেখি তোরে, হঠাৎ এসে দেখাদিশ।
মুচ্‌কি হাঁসি হেঁসে দিয়ে তুঁই বঁধু চলে গেলিশ ॥

খ] কোন জেলায় ঠিকানা তোমার কোন দেশেতে বাস করিস।
বিদেশে থাকিয়া বঁধু-সেখানেতে কি করিস ? ॥

গ] মিটিকমারে ইশারাতে আমার মনকে ভুলালিশ।
অধম গতি বলে ভাব করিয়া পালালিশ॥

[৪]

প্রেম কর না বিদেশীর সনে।
পিরিত রইবে না চিরদিনে॥

ক] ক্ষনস্থায়ী সে পিরিতী যাবে লো আধাদিনে।
মনের আনন্দ ধনি পাবি না কোনদিনে॥

খ] অনেক আশা দিবে ধনি যাতে ভুল তার প্রেমে।
আনাগোনা লেনাদেনা করবে লো তোমার সনে॥

গ] মুচকি হাঁসি ভালাভালি করবে লো সারাখনে।
মুচ্‌কি হাঁসির কারণ ধনি প্রেম করিবার জন্যে॥

ঘ] পিরিতি শিখায়ে ধনি পালারে লো কোনদিনে।
হেন পরমেশ্বরে বলে ও প্রেম যাবে লো আধাদিনে॥

[৫]

কমলানেবু হাটে বাজারে
দেখে মন মানে না আমারে।

ক] ঐ নেবু ভাই রসে ভরা দেখলে খাতে মন করে।
খাতে বড় মিঠালাগে জাগে সদাই অন্তরে॥

খ] পয়সা কড়ি যতই লাগে দিবে হে বাছাই করে।
উপরে তার চিকন দেখায় খারাপ থাকে ভিতরে॥

গ] না দেখিয়া খাও যদি ভাই পড়বে হে বিষুম ফেরে।
গতিবলে ভালমন্দ মাল আছে জগৎ ভরে॥

[৬]

পান খাবি ত আমার দোকানে
ও স্বাদ মিটাবি নিজের প্রাণে।
পান দিব খয়ের দিব আর দিব দারচিনি।
চুন সুপারী এলাচ দিব দিব লো তোর মন জানে॥
এমনি ভাবের পান সাজাব ভুলবিনা কোন দিনে।
খালে পরে বুঝাবি শেষে জাগবে লো সারাখনে॥

পিলা কিমাম তিন [৩০০] পাতি দিব কত যতনে।
অধম বিশ্বনাথে বলে আসবি লো ঘনেঘনে।।

(৭)

রং। তোমায় আমি ভুলব কেমনে,
আমার সারাক্ষণ পড়ে মনে।

১। প্রথম পিরিতি বন্ধু করেছি তোমার সনে,
সেদিনকার কথা বন্ধু এখন আসে মনে।
২। কতনা বারণ বন্ধু করেছিলাম সেই দিনে,
কি জ্বালাতন সই যে বন্ধু হয়েছিল যে প্রাণে।
৩। প্রথম পিরিতির কাজ পড়ে কি না পড়ে মনে,
কিন্তু আমি ভুলতে নারি শেল মারে সারাক্ষণে।
৪। ঈশারা করে মোরে লয়ে গেলে বাড়ীর কুনে,
পরমেশ্বর বলে প্রেমের জ্বালা দিলে শিশুর প্রাণে।

(৮)

বড় আশা ছিল গো মনে,
পিরিত করব মোরা দুইজনে।

১। অনেক আশা ছিল যে প্রেম করব লো তোমার সনে,
হাঁসীরঙ্গে কাটব যৌবন আমরা লো দুইজনে।
২। অনেক স্বপ্ন দেখে ছিলাম আমি যে তোমার প্রেমে,
সে স্বপ্ন যে ব্যর্থ হল ভাঙ্গিল আধাদিনে।
৩। দুইজনাতে যাব মোরা অতি লো নিরজনে,
প্রেমের লীলা খেলবো মোরা অতি লো সঙ্গোপনে।
৪। বড় আশা ছিল ঘর বাঁধব মোরা দুইজনে,
পরমেশ্বর বলে সেই আশা মিটলোনা কোন দিনে।

(৯)

রং। নগদ গুণে দিবলো পঞ্চাশ,
ও তুই মিটাস যদি মনের আশা।

১। শাড়ী শায়ায় ইটায় উটায় দিবলো গোটা সাবান,
আর দিব দুদশ টাকা আমায় ধনি ভাল বাস।

২। টাইডবডি পাবি আরো যদি করবি না আমায় নিরাশ,
লেডিস ঘড়ি দিব হাতে যাতে হিরোইন মানাস।
৩। সব দিয়ে সাজাব ধনি যদি পুরাস মনের আশ;
অধম বিশ্বনাথে বলে তুই যদি লো আমায় চাইশ।

(১০)

রং। প্রেমের মধু বড় সুসাদু।
খেলে ভুলতে নারবি কভু।

১। প্রেমের মধু খেতে আমার মন করে আটুপাটু,
কোথায় গেলে পাবো তোমায় আমি ওহে প্রাণ বধু।
২। প্রেমে আছে অনেক মধু ফুরাবে নাই কভু,
যতই খাবে ততই পাবে আশা মিটবে নাই তবু।
৩। তোমার তরে কিযে দশা দেখে যাওনা প্রাণ বধু,
প্রেম আলাপন দিয়ে আমার বাচাও হে পরান টুকু।
৪। তোমার মধুতে কিযে নেশা ভুলতে নারি বঁধু,
পরমেশ্বর বলে প্রেমে আলাপনে কাটবে হে নিশা বঁধু।

(১১)

রং। যৌবন জ্বালা বড় জ্বালাতন!
বল বুঝবে কে নারীর বেদন।।

১। অন্তরে হায় বড় ব্যাথা পাঁজরে বিন্ধে সারাক্ষণ,
শিহরে শিহরে উঠে আমার এ নব যৌবন।
২। যৌবনের ভার বইতে নারি ঝড়ে পড়ে সারাখন,
ধৈরয না মানে মনে আমি করি কি এখন।।
৩। তড়পে তড়পে উঠে আমার এ ভরা যৌবন,
ককিলার কুহু স্বরে মনকে করে উচাটন।
৪। প্রেম আগুনে পুড়ে মরি আমি ধনী সারাক্ষণ,
পরমেশ্বর বলে শ্যাম এসেছে নিবেদে মনের বেদন।

(১২)

রং। অল্প বয়েসের পিরিতি করা।
আমায় করলি রে খেপার পারা।।

১। শিখালে প্রেম অল্পকালে শিখালে আঁখিঠারা,
ভাব করা ছিল না জানা শিখালে হে প্রেম করা।
২। অল্প বয়সে মোরে শিখালে পিরিত করা,
পিরিত শিখায়ে মোরে করলিরে পাগল পারা।
৩। তোমায় বিনে রইতে নারি আমি ওহে ভ্রমরা,
পিরিত করিয়ে অঙ্গ করলে মোর জরজরা।
৪। প্রেমের স্রোত বইছে বন্ধু যেন এনদীর পারা,
পরমেশ্বর বলে ওগোধনী ছেড়ো না পিরিত করা।

(১৩)

রং। ঝাঁপ দিব চল প্রেমের নদীয়াই।
সাঁতার কাটব দুজন দরিয়াই॥

১। পাড়ি দিয়ে যাব মোরা সেই নদীর কিনারাই,
বৈঠা বয়ে পার হইব চিন্তা কিছু কর নাই।
২। সেই নদীতে ভারি তুফান বহে উজান ভাটিয়াই,
পার হইতে হবে মোদের মনের জোরটি করা চাই।
৩। প্রেম নদীতে অনেক বাধা ভয় করিলে চলবে নাই,
সেই বাধাতে হাটিব না-যাব মোরা বুক ফুলাই।
৪। পার হইয়া গেলে পরে চিন্তা কিছু রবে নাই,
পরমেশ্বর বলে ভাল করে পার হবে প্রেম দরিয়াই।

(১৪)

রং। ভালাভালি করে ভুলালি।
আমি তোর বিনে পাগল হলি॥

ক) সকাল হলেই দেখি দেখি করিস লো ভালাভালি,
দুইজনাতে হাঁসাহাঁসি করিস কত ডিংরালি।
খ) আমাকে দেখিবার তরে ঘুরিস লো কুলি কুলি,
শেষে কিছু কাজ হল নাই কেবল হাইরান হলি।
গ) অল্প দিনের পিরিত করা আমরা ধরা পড়িলি,
হেন পরমেশ্বরে বলে মিছাই লো বদনাম দিলি।

(১৫) রং। মাইরি ধনি নাই ভাল বাসি,
ও তোর উপরা মুচকি হাঁসি।
ক) কত ছলে ডাকি তোমায় বলিলো কাল শশি,
আধাদিনে দাগা দিয়ে হলে তুমি বিদেশী।
খ) এখন আমায় ছেড়ে দিয়ে হলে অপর গ্রামবাসী,
সেথা তুমি অপর জনকে করেছ প্রেম পিয়াসী।
গ) অধম বিশ্বনাথে বলে আমি তোমাই পরবাসী,
খোঁজ করিলে আর মিলবে আছে কত রূপসী।

(১৬) রং। আধাদিনে দাগাদিলি ধন,
আমি নাই জানি হবে এমন।
ক) আগেতে জানিলে আমি প্রেম করিতাম না
তোমার সনে,
ফাঁকি দিবে বলে আমি নাই জানি রে চাঁদ বদন।
খ) দেবতা আমার সাক্ষী আছে পাবিরে এইবার চেতন,
সত্যিবন্দি করে তুমি ভুলাইলে শিশুমন।
গ) তোমার কথা শুনে আমার কাঁদনা আসে সারাক্ষণ,
অবিশ্বাসী হলি আমি করব না তোমাই যতন।
ঘ) হেন পরমেশ্বর বলে সে যে জানে না প্রেমের মরম,
ভাব করিয়া তোমার সনে হালে ডালে হলি ধন।

(১৭) রং। ভালো লাগে আমার কালোটাই,
আমি ভুলব না তোর কথাটাই।
ক) লোকে বলে কালো কালো কালো বলে কি যে পাই,
কাল গোরার নাই হে বিচার ভেবে দেখ জগৎটাই।
খ গোরা দেখাই চিকন চাকন ভালো কেবল উপরটাই,
বাহিরে তার কমলা নেবু ঝাঁঝরা আছে ভিতরটায়।
গ) কালো আছে ভালই আছে থাকুক আমার কালটায়,
অধম বিশ্বনাথে বলে যার সঙ্গে যার মন মজায়।

(১৮) রং। ভাল বাসার নাই করি আশা,
আমার মিটলো না লো পিয়াসা।

ক) দেখা হলেই হাঁসাহাঁসি করিস কত তামাসা,
মিছা কথাই ভুলাইলি করলি আমায় নিরাশা।
খ) ছল করি ডেকে তোমায় করলি আমি জিজ্ঞাসা,
গরব করে চলে গেলি শুনলি না আমার ভাষা!
গ) হঠাৎ তুমি এই করিলে দিলি লো জবাব খাসা,
অধম বিশ্বনাথে বলে নাই করি তোর ভরষা।

(১৯) রং। গুপ্ত প্রেমে ধরা পড়িলি,
তবু আমারে না হেরিলি।

ক) চুপি চুপি গল্প করিস তোরা লো দুজন মিলি,
আড়নয়নের ইশারাতে কাজ টুকু সারে দিলি।
খ) পুরান প্রেম ছাড়ে দিয়ে নতুনেতে মজিলি,
বাজলি কাল রাতে আমি আড়ালেতে দেখিলি।
গ) আমি যখন বলেছিলি তখন মুখটা ফিরালি,
অধম বিশ্বনাথের প্রাণে তুই ধনি ফাঁকি দিলি।

(২০) রং। যৌবন গেলে পাবিনা কাছে,
পিরিত করেলে সময় আছে।

ক) এমন সময় আরতো ধনি পাবিনা লো তুই কাছে,
যৌবন গেলে আর হবে না সময়ের যে দাম আছে।
খ) গাছের কমলা লেবু দুটিপাকে ঘোর লাল হয়েছে,
খালে তৃপ্তি পাবে মনে এখন রসে ভরেছে।
গ) যৌবনে তোর ফুল ফুটেছে গন্ধ এখন মিলিছে,
অধম বিশ্বনাথে তোর প্রাণ বন্ধু ডাকিছে।

(২১) রং। বউএর কথায় চল নারে ভাই,
নইলে যাবে হে জহর নামাই।

ক) এমনি বউএর বৌ হয়েছে বলে টেরলিং শাড়ি
লিয়া চাই,
ঘরে নাই মোর পয়সা কড়ি আমি করি কি উপায়।

খ) যদি কোন মতে দিলাম শাড়ি বলে টেরিকোট
ব্লাউজ লিয়া চাই।
না দিলে ভাই রাগ করিবে শিঘ্র তাকে দিয়া চাই।
গ) শায়া শাড়ি ব্লাউজ দিলাম তাও ধনি মুখটা ফুলাই,
অধম বিশ্বনাথে বলে এমন বৌএর দরকার নাই।

(২২) রং। মকর পরব পৌষের সাঁকরাতে,
দেখা করবি লো আমার সাথে।

ক) দেখা করে মন মজাবি ধরবি আমার হাতেতে,
হাতে ধরাধরি করে আমরা ঘুরব কত মেলাতে।
খ) পয়সা দিব পান খাওয়াব দিব মিঠাই ঠঙ্গাতে.
মনের মতন প্রেম করিব আমরা লো দুইজনাতে।
গ) মেলাতে তোর সন্ধ্যা হলে লেগব আমি সঙ্গেতে,
অধম বিশ্বনাথে বলে ছাড়ব না কোন মতে।

(২৩) রং। পৌষ পরবে দাও কিনে শাড়ি,
নইলে যাব হে বাপের বাড়ি।

ক) সায়া লিব ব্লাউজ লিব লিব হে ছাপাই শাড়ি,
কিনে যদি দাও হে বন্ধু হাতে লিব হাত ঘড়ি।
খ) কপালে কুমকুমের ফোটা মাথায় লিব বেলকুড়ি.
নাখেতে বেশরা লিব কানেতে চেন মাকুড়ি।
গ) পায়ে আলতা সিঁথায় সিন্দুর লিব হে সোনার চুড়ি,
হেন বিশ্বনাথে বলে মায়ার বড় হড়বড়ি।

(২৪) রং। চোখে কাজল মুখে পানখিলি,
আমি তোমায় দেখে ভুলিলি।

ক) তোমার মুখের মুচকি হাঁসি আমি ধনি নাই ভুলি,
হেলে দুলে যাস লো চলে ঘুরিস লো কুলিকুলি।
খ) তোমার পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বেরালি,
তোমাকে না দেখতে পেয়ে মন হল মোর উতলি।

[illegible]

গ) মানে মানে চলে গেলিশ আর কেন না ফিরিলিশ,
অধম গতির প্রাণে তুই ধনি দাগাদিলি।

(২৫) রং। Heroই Heroই দেশটা ভরেছে;
Heroই Heroinকে চাহিছে।

এমনি Heroএর জামাটার ছাট Heroইনে ভালিছে,
সাইড কাটা সেলাই করা পিঠেতে (V) আকেছে।

পেণ্টের কাটিন উল্টা সাটিন যেন ফাইলেরিয়া হয়েছে,
সামনে পিছুই পকেট রেখে কোমরে বেল্ট আঁটেছে।

চোখে চশমা হাতে ঘড়ি পায়ে চটি লাগাইছে,
অধম বিশ্বনাথে বলে হাওয়াতে চুল উড়াছে।

— স মা প্ত —